দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৭।৭।৮১
পৃষ্ঠা………

বিদেশে বাংলাদেশী মেডিক্যাল ডিগ্রী

বাংলাদেশে বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা এগারোটি। (পিজি ইনস্টিটিউটে এ বছর থেকে এমবিবিএস কোর্সে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়েছে)।

সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই, হংকং, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড ব্রাজিল, লেসোথো (আফ্রিকা), বারবাডোস (পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ), অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, জার্মানী, সংযুক্ত আরব আমীরাত (পারসিয়ান গালফ) ফ্রান্স প্রভৃতি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই বাংলাদেশের কোন মেডিক্যাল কলেজেরই "বর্তমানের এমবিবিএস ডিগ্রী" স্বীকৃত নয়।

থাইল্যান্ডে কেবলমাত্র ঢাকা ও চিটাগাং মেডিক্যাল কলেজের ডিগ্রী স্বীকৃত।

জাম্বিয়া (আফ্রিকা), ফিজি (প্রশান্ত মহাসাগর) প্রভৃতি দেশে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ডিগ্রী স্বীকৃত। (অ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেকোন মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস ডিগ্রীই হোক না কেন);

মালয়েশিয়া মেডিক্যাল কাউন্সিল (সাবাহ এবং সারাওয়াক এর মধ্যে) কর্তৃক শুধুমাত্র ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ডিগ্রী স্বীকৃত।

বাংলাদেশের কলেজ অব ফিজিওথেরাপী, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশিয়াল এবং প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, ইনস্টিটিউটস অব কার্ডিওলজি, ইনস্টিটিউটস অব অপথালমোলজি, ইনস্টিটিউটস অব রিহাবিলিটেশন, ইনস্টিটিউটস অব এপিডেমিওলজি, পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটস, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এবং সার্জনস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ব্যাচেলর ডিগ্রী, মাস্টার ডিগ্রী, ফেলোশীপ, মেম্বারশীপ, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাগুলো পৃথিবীর কোন দেশে স্বীকৃত বলে আমাদের জানা নেই।

'আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার' জিনেভাস্থ হেডকোয়ার্টার থেকে প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরী অব

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির পদ্ধতি

মেডিক্যাল কলেজসমূহে ভর্তি নিয়ে প্রায় প্রতি বছরই বহু লেখালেখি হয়। কিন্তু এ সমস্যার আজো কোন সফল সুরাহা হয়নি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি ত্রুটিমুক্ত ভর্তি ব্যবস্থা প্রণয়নে সচেষ্ট। কিন্তু কার্যত প্রতিবারই তারা ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির যে পদ্ধতি চালু করেছেন, তা প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে অভিনন্দন যোগ্য। এ পদ্ধতিতে প্রথমে মৌখিক ও পরে লিখিত পরীক্ষা হবে। তবে এর আবার একটি পূর্বশর্ত আছে। শর্তটি হলো, এসএসসি ও এইচএসসির নম্বরের গড় ৬০% হতে হবে। অনিয়মিতদের বেলায়ও প্রতি বৎসরের জন্যে ২৫ হিসাবে নম্বর কেটে ৬০% নম্বর থাকতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যেখানে ভর্তির যোগ্যতা বা মেধা যাচাই করার জন্যে মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষাকে মাধ্যম হিসাবে ধরা হয়েছে, সেখানে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্ত হিসাবে গড়ে ৬০% নম্বরের প্রয়োজনীয়তা কি? এই নম্বরের কড়াকড়ি কি শিথিল করা যায় না? কমপক্ষে গড়ে ৫০% নম্বর নির্ধারণ করলে বহু ছাত্রছাত্রী মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পাবে। তাছাড়া পরীক্ষার মাধ্যমে যেখানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে, সেখানে অনিয়মিতদের জন্যে নম্বর কাটার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। উল্লেখ্য, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে, পদার্থ, রসায়ন ও অংকের মোট নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়, সেখানে অনিয়মিতদের জন্যে নম্বর কাটার কোন নিয়ম নেই। অনুরূপভাবে মেডিক্যালের ক্ষেত্রেও ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে পদার্থ রসায়নে ও জীববিদ্যার মোট নম্বরকে ভিত্তি হিসাবে ধরা যেতে পারে। এই সঙ্গে অনিয়মিতদের নম্বর কাটার নিয়মও উঠিয়ে দিতে হবে। আশা করি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করবেন।

—সৈয়দা ওবায়দা হক
ঢাকা।

দৈনিক বাংলা

তারিখ ২২।৭।৮১
পৃষ্ঠা……… কলাম………

365

সড়ক মেরামতের আবেদন

সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। জেলা সদরের সাথে সড়ক পথ ব্যতীত যোগাযোগের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। সড়ক পথে হাজার হাজার লোক সুনামগঞ্জ থেকে সিলেটে যাতায়াত করে। ট্রাকে করে বিভিন্ন বাণিজ্যিক পণ্য ও এখান থেকে সিলেটে যায়। প্রতিদিন শত শত ট্রাক ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী থেকে সিমেন্ট এবং পাল্প মিল থেকে মন্ড নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গমন করে থাকে। কিন্তু গত এক মাস থেকে লামাকাজী ফেরী ঘাট থেকে টুকের বাজার পর্যন্ত ৫ মাইল রাস্তা বাস, ট্রাক এবং অন্যান্য যানবাহন চলাচলের একেবারে অনুপযোগী হয়ে রয়েছে। রাস্তার মধ্যে বড় বড় খাদের সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিদিনই বাস দুর্ঘটনা ঘটছে এবং অজস্র জান-মালের ক্ষতি হচ্ছে। স্থানে স্থানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে যাত্রীদের বাস থেকে নেমে হেঁটে যেতে হয়। এদিকে আন্তঃজেলা ট্রাক চলাচল বন্ধ হওয়ায় সরকার ও জনসাধারণের প্রচুর মালামাল নষ্ট হচ্ছে। অবস্থা এভাবে চলতে থাকলে এ পথে বাস চলাচলও শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

উল্লেখ্য যে এ ব্যাপারে সড়ক ও জনপথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও কোন ফল হয়নি।

এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন, রাস্তাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে অতি সত্বর এটি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে এলাকাবাসীর যাতায়াত কষ্ট দূর করুন।

কামরুল ইসলাম
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন,
সুনামগঞ্জ পূর্ব জোন,
সুনামগঞ্জ, সিলেট।